পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা-৬"**

আ'দ ছিলো আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গৌরব-গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। এরপর তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিল। তাদের এ বিপুল পরিচিতির কারণেই "আদি" শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যবহার হয় প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য। প্রাচীন ধংসাবশেষকেও "আদিয়াত" বলা হয়। আরবি কবিতায় এ জাতির নামের ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়।

এদের বাসস্থান ছিল "আহকাফ" এলাকা। হিজাজ, ইয়ামান ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী "রাবয়ুল খালীর" দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে আ'দ জাতি ইয়ামনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। হাজরা মউতের এক জায়গায় হুদ (আ:) এর একটি কবরও পরিচিতি লাভ করেছে। আ'দ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছিলন তাদের কুকর্মের জন্য। এদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয়। হুদ (আ:) এর সাথে যাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়েছিলেন তাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। তারা ছিলেন হুদ (আ:) অনুসারী।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে James R Wellsted ইংরেজ নৌসেনাপতি "হিসনে গুরারে" একটি পুরাতন স্মৃতি ফলকের সন্ধান লাভ করেন। স্মৃতি ফলকটি হজরত ঈসা (আ:) এর জন্মের ১৮ শত বছর পূর্বের মনে করা হচ্ছে। এ স্মৃতি ফলকে লেখা এটা প্রমাণ করে যে, এই এলাকায় হজরত হুদ ও আ'দ জাতির বাসস্থান ছিল। স্মৃতি ফলকের লেখা নিম্নরূপ:

"আমরা সুদীর্ঘকাল এই দুর্গে এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলাম যখন অভাব অনটন আমাদের জীবন থেকে ছিলো অনেক দূরে। আমাদের খালগুলো নদীর পানিতে ভরে থাকতো এবং আমাদের শাসকগন এমন ধরণের বাদশাহ ছিলেন, যারা ছিলেন অসৎ চিন্তা মুক্ত এবং দুস্কৃতিকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। তারা হুদের শরীয়ত অনুযায়ী আমাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং উত্তম ফয়সালা সমূহ একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আমরা মুজিযা ও মৃত্যুর পর পুনরুথানের প্রতি ঈমান রাখতাম।"

প্রাচীন প্রথম আ'দ (যাদের ধ্বংস করা হয়েছিল), তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিতো, কিন্তু তার (আল্লাহর) সাথে শরীক করতো। কাউকে "বৃষ্টির" দেবতা, কাউকে "বায়ুর" দেবতা, কাউকে "ধনসম্পদ" দেবতা, কাউকে "রোগের" দেবতা ইত্যাদিকে আল্লাহর সাথে শরীকদার বানিয়ে নিয়েছিল।

ঠিক আজকাল যেমন কোনো মানুষকে অথবা মূর্তিকে দেবতা বানানো হয় "গাউস" (ফরিয়াদ শ্রবণকরী) "দাতা", "বিপদ মোচনকারী", "গনজ বখশ", (গুপ্ত ধনভাণ্ডার) দানকারী ইত্যাদি।

মক্কার মুশরিক ও কুরাইশরাও আল্লাহকে সৃস্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিত। কিন্তু তাঁর সাথে এমন অসংখ্য মূর্তি বানিয়ে তাদেরকেও শরীকদার মনে করতো এবং এ সমস্ত দেব-দেবী,সমাজপতি, রাষ্ট্রপতির পূজা অর্চনা করতো। নূহ (আ:) এর পরে আ'দ জাতি এ সমস্ত শিরকী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে অনাচার, জুলুম, নিপীড়ন ও অত্যাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হুদ (আ:) কে প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন সুরার উল্লেখিত আদ জাতি ও হযরত হুদ (আ:) এর দাওয়াত জাতির জওয়াব এবং পরিণামে সংক্রান্ত আয়াতগুলো কয়েকটি খণ্ডে পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. আদ ও সামুদ অস্বীকার করেছিল সেই সাদুর্ঘটনাকে।

আদ ও সামুদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল। (সূরা আল-হাক্কা ৬৯:৪)

২. এর মধ্যে রয়েছে সামুদ জাতি, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দিয়ে।

অতঃপর সমুদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। (সূরা আল-হাক্কা ৬৯:৫)

৩. এর মধ্যে রয়েছে আদ জাতি, তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড় দিয়ে।

এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্জাবায়ূ। (সূরা আল-হাক্কা ৬৯:৬)

৪. আল্লাহ সেটি তাদের উপর প্রবাহিত রেখেছিলেন সাত রাত, আট দিন অবিরাম। তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে দেখতে, পুরো জাতিটি সেখানে মরে লুটিয়ে পড়ে আছে উপড়ে পড়া খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো।

যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খেজুর কান্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। (সূরা আল-হাক্কা ৬৯:৭)

৫. তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছো কি?

আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? (সূরা আল-হাক্কা ৬৯:৮)

৬. তুমি কি দেখোনি তোমার প্রভু কি ধরনের আচরণ করেছেন আদ জাতির সাথে।

আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন।
(সূরা আল-ফজর ৮৯:৬)

৭. ইরাম গোত্রের সাথে, যারা ছিলো খুঁটির মত দীর্ঘকায়.

ইরাম গোত্রের প্রতি যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল (সূরা আল-ফজর ৮৯:৭)

৮. যাদের মতো কোনো জাতি সৃষ্টি করা হয় নি কোনো দেশে।

যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন জাতি সৃষ্টি করা হয়নি। (সূরা আল-ফজর ৮৯:৮)

প্রাচীন আদ জাতিকে " আদ ইরাম" বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা সিরীয় বংশজাত আদদের সেই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত যাদের উদ্ভব হয়েছিল নূহ (আ:) আর নাতি এবং সামের ছেলে ইরাম থেকে !

তাদের জন্য "যাতুন ইমাদ" সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে. কারণ তারা বড় বড় উঁচু ইমারত তৈরী করতো।

দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু স্তম্ভের উপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। তারা সমকালীন জাতিদের মধ্যে ছিল এক তুলনাবিহীন জাতি. শক্তি-শৌর্য- বীর্য গৌরব ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে সে যুগে সারা দুনিয়ার কোন জাতি তাদের সমকক্ষ ছিল না।

হুদ (আ:) ও আদ সংক্রান্ত ছয়টিখন্ডে কুরআন মাজীদের ১৬ টি সূরা, ৬৭ টি আয়াত উল্লেখপূর্বক আলোচনা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। কুরআন শব্দের অর্থই হলো বার বার পড়া, বুঝে বুঝে পড়া। যারা আরবি ভাষা বুঝেন তারা পুরো ভাব হৃদয়ংগম করতে সক্ষম. যারা আরবি ভাষা বুঝেন না, কিন্তু শুধু শব্দ তেলাওয়াত করতে পারেন তাদের উচিত বার বার তেলওয়াত করা এবং বাংলা অর্থ মনোযোগ দিয়ে পড়া। যারা কুরআন শুদ্ধ করে তেলোয়াত করতে পারে না তাদের উচিত শুদ্ধ তেলোয়াত শিখা। শুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা, কুরআনী ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। একটু পরিশ্রম করলেই শিখা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং চেষ্টা করা। সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন বুঝার জন্যে বক্ষ উপযুক্ত করে দিন। আমাদের দ্বীন জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। সে মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু